দৈনিক সংবাদ

২৫৭

তারিখ ... APR 27 2009 ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রিট আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফলাফল প্র

হাইকোর্টের নির্দেশে ১৩২ ছাত্রী পরীক্ষা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের মানবিক বিভাগের ১শ' ৩২ জন ছাত্রী শেষ পর্যন্ত আজ এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারছে। গতকাল বুধবার হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ওই ছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেন। তবে ছাত্রীদের পক্ষে দায়ের করা রিট আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে না। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, গতরাত ৯টার দিকে ১শ' ১১ জন ছাত্রীর প্রবেশপত্র তারা কলেজ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করেছেন। বাকি ২১ জন ফরম ফিলাপ না করায় তাদের প্রবেশপত্র সরবরাহ করা হয়নি। বকশিবাজারস্থ সরকারি বদরুন্নেসা কলেজে তাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের অধ্যক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত রাত ১০টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত কলেজ থেকে ছাত্রীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে। প্রবেশপত্র নেয়ার জন্য প্রত্যেক ছাত্রীকে ২ কপি ছবি জমা দিতে হবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ শরিফুল ইসলাম সংবাদকে জানান, হাইকোর্টের নির্দেশে বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। বিশেষ ব্যবস্থায়ই তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে বোর্ড তাদের প্রতি সুবিচার করবে। ছাত্রীদের শংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

হাইকোর্টের বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী ও বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন

হাইকোর্ট ঃ নির্দেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রেজিস্ট্রেশন ও ফরম ফিলাপ করেছে। তাই তাদের পরীক্ষার অনুমতি দিলে আইনের কোন লংঘন হবে না। তারা যে বিষয়ে পড়াশুনা করেছে তা সিলেবাসের অন্তর্গত। এটর্নি জেনারেল বলেন, ওই ছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে দিলে আইনের লংঘন হবে। তারা সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় পছন্দ করেনি। সিলেবাসে 'ক' গুচ্ছ থেকে ২টি বিষয় নেয়ার কথা থাকলেও তারা নিয়েছে ১টি। 'খ' গুচ্ছ থেকে নিয়েছে ২টির বেশি। আর সিলেবাস প্রণয়ন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা বোর্ড নয়।

গতকাল আদালতে শুনানিতে অংশগ্রহণকারী দু'জন ছাড়াও আবেদনকারীর পক্ষে এডভোকেট রুহুল কুদ্দুস কাজল ও নাহিদা আঞ্জুম কনা এবং সরকার পক্ষে অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, ডিএজি বজলুর রহমান ছানা ও ডিএজি শাহাবুদ্দিন আহমদ এবং এ এ জিয়া উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত নতুন নিয়ম অনুযায়ী মতিঝিল মডেল কলেজের ছাত্রীদের পরীক্ষার ফরম পূরণ না করায় এ জটিলতা দেখা দেয়। নিয়ম অনুযায়ী 'ক' এবং 'খ' গুচ্ছের প্রতিটি গুচ্ছ থেকে দুটি বিষয় নির্বাচনের নিয়ম থাকলেও তা মানা হয়নি। এ কলেজে 'ক' গুচ্ছের বিষয়গুলোর মধ্যে একটি মাত্র বিষয় 'অর্থনীতি' রয়েছে। 'ক' গুচ্ছের অন্য কোন বিষয় কলেজে না থাকায় শিক্ষকদের পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্রীরা 'খ' গুচ্ছ থেকেই অধিক বিষয় নির্বাচন করে ফরম পূরণ করে।

এ কারণে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সবগুলো ফরম বাতিল বলে কলেজে ফেরত পাঠায়। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটির সুষ্ঠু সমাধান না করে অন্য উপায়ে ছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডে ধরনা দিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটিই অমীমাংসিত রয়ে গেলে ছাত্রীরা এবং অভিভাবকরা আন্দোলনের পথ বেছে নেয়।

জানা গেছে, 'অর্থনীতি' বিষয় নির্বাচন করে ৪০টি ফরম পূরণ করা হয়েছিল। বাকি ফরম 'খ' গুচ্ছ থেকে যুক্তিবিদ্যা অথবা ইসলামী শিক্ষা বিষয় নির্বাচন করে পূরণ করা হয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, ছাত্রীরা তাদের নির্বাচিত বিষয়েই পরীক্ষা দেবে।